

শারিয়াজের “সমতা”

কিন্তু, - সম্ভাবনা ছিল। ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত অপরাধের পার্থক্য দেখিয়েছে কোরাণ, দিক-নির্দেশও দেয়া আছে। চোখ তো চোখ, খুনের মত চরম (অনিচ্ছাকৃত) অপরাধের উদাহরণ আছে সেখানে। দেখে নিন সুরা আল কাসাস আয়াত ১৫। অনিচ্ছাকৃত খুনের শাস্তি নয়, ক্ষমা আছে সেখানে। ওটাই ন্যায়, ওটাই কোরাণের মর্মবাণী।

কিন্তু - “অঙ্গহানী ও অঙ্গের কর্মক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেওয়া বাস্তবিকপক্ষে একই প্রকৃতির। অপরাধী কোন ব্যক্তির দেহের যতখানি ক্ষতি সাধন করিয়াছে সমতার নীতি অনুযায়ী তাহার দেহেরও ঠিক ততখানি ক্ষতি করা যাইবে। যেমন কোন অপরাধী কোন ব্যক্তির চক্ষু উৎপাটন করিলে কিসাস বা সমতার নীতি অনুযায়ী তাহারও চক্ষু উৎপাটন করা হইবে।”- প্রথম খন্ড ধারা ৮৩ পৃঃ ২৬৯, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন ১ম খন্ড বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

এ কিসাস অর্থাৎ সমতার ভিত্তি সুরা মায়দাহ আয়াত ৪৫ঃ- “আমি এ গ্রন্থে তাহাদের প্রতি লিখিয়া দিয়াছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের বিনিময়ে সমান যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ হইতে পাক হইয়া যায়”।

“অপরাধী কোন ব্যক্তির দেহের যতখানি ক্ষতি সাধন করিয়াছে”- এতে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ক্ষতির পার্থক্য নেই শারিয়ায়। (১) ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে, (২) অনিচ্ছাকৃত (রাগের মাথায় আঘাত করে কিংবা গাড়ী চালাতে কিংবা নেশার ঘোরে) ও (৩) আক্রমণকারী হাতে থেকে নিজেকে বাঁচাতে, এই তিন ভিন্ন কারণে আঘাত বা হত্যা মোটেই এক অপরাধ নয়। সে জন্যই পশ্চিমের আইনে ফাষ্ট ডিগ্রী ও সেকেন্ড ডিগ্রী ইত্যাদি খুনের ভিন্ন আইন আছে, ভিন্ন শাস্তি আছে। সৌদী কোর্টের রায় এবং আইন নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে শারিয়ায় সমতা নেই।

আস্তিক-নাস্তিকের নয়, মানবাধিকারের ব্যাপার এটা। মানবাধিকারকে কোন ধর্মগ্রন্থের পরীক্ষায় পাশ করতে হবে না, ধর্মগ্রন্থকেই মানবাধিকারের পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। সে হিসেবে শারিয়া ডাব্বা মারা ফেলু, - আবু ভাই। “**Law is nothing but logical application of commonsense**”. আইনে থাকতে হবে যুক্তি, প্রয়োগ ও সাধারণ কল্যাণবোধ। এর যে কোন একটা না থাকলে সেটা আইন হবে না। আর যদি তিনটেই থাকে অনুপস্থিত, উপরন্তু থাকে কোরাণ-লংঘন, তা হলেই সেটা শারিয়ায় পরিণত হবে - শত বক্তৃতায়ও কেউ ঠেকাতে পারবে না।

বাকারা ১৭৮-এর জবাব আমিও জানিনা, প্রশ্নটা সেজন্যই করা। “আমি জানি না” বলতে কোনই অসুবিধে নেই আমাদের। দেশের ইসলামি-জঙ্গী সমস্যাটা বহুমাত্রিক, আমরা শুধু এর ইসলামী দিকটা নিয়ে কাজ করছি। তবে এর অর্থনৈতিক মাত্রাটাই সবচেয়ে শক্তিশালী, যদিও ধনী দেশেও ইসলামের নামে মানবাধিকার লংঘনের হাতিয়ার হিসেবে শারিয়ার ভিত্তি এখনও যথেষ্ট মজবুত, তার কোরাণ-লংঘনের পরেও। বাস্তব প্রমাণ ওই সৌদী কোর্টের কোরাণ-বিরোধী শারিয়া আইন এবং ওই হতভাগার ওপরে তার মর্মান্তিক প্রয়োগ। তেরোশ বছর ধরে এমন কোটি হতভাগা-হতভাগিনীদের অশ্রুর ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে শারিয়া, পরাজয়ের নিয়তি সে এড়াতে পারবে না।

আশ্চর্য্য নয়? মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও কোরাণ-লংঘনের পরেও শারিয়া “আলার আইন”, আশ্চর্য্য নয়?

না, আশ্চর্য্য নয়। বন্দীতে অভ্যস্ত বিবেকের পাখী কমফর্ট-জোন থেকে বেরোয় না খাঁচার দরজা খুললেও।

এরই নাম মগজধোলাই, বিশ্বের কঠিনতম কারাগার।